দ্বিমাসিক

মঙ্গলবার্তা

১৩শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জুলাই-আগষ্ট ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন গঠনের পত্রিকা

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ
যোসেফ বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক ঃ
ফাঃ পিও মাত্তেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার

সার্কুলেশন ঃ
দাউদ মণ্ডল

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

যীশুর দর্শনলাভের মধ্য দিয়ে শৌল পরিবর্তিত হয়ে কেবলমাত্র খ্রীষ্টের বাণীদূত পল-রূপে নিজেকে তুলে ধরেন। বাণী প্রচারের প্রবল বাসনায় তিনি ৫০টিরও বেশী স্থানে ভ্রমণ করে নতুন নতুন মণ্ডলী স্থাপন ও ভক্তবৃন্দের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতাই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। খ্রীষ্টের দাস হিসাবে প্রচারকার্যে সকল অত্যাচার, নিপীড়ন তিনি নীরবে সহ্য করেছেন। তার জীবনে এমন রূপান্তর ঘটেছে যা নিজেই তুলে ধরে বলছেন,"একটা কাজই শুধু করছি, পিছনে ফেলে আসা সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে বরং সামনে যা আছে তা পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি (ফিলিপ্পীয় ১:২৪-২৫)।

একজন সেবক হয়ে তিনি জীবনের সাধনা দ্বারা খ্রীষ্টকে জানতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি তো খ্রীষ্টকে জানতে চাই, জানতে চাই কেমনতর তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি, আমি চাই তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণার অংশীদার হতে। তাঁর মৃত্যুর মত মৃত্যুবরণ করেই তাঁর সমরূপ হয়ে উঠতে চাই"। এই আকাঙ্ক্ষা জেগেছে তাঁর খ্রীষ্টপ্রেমের দায় হতে। ভালবাসা খ্রীষ্ট ও ভক্তকে এক করে তোলে ঃ "আমার বেঁচে থাকা মানে খ্রীষ্ট, আর মরে যাওয়া তো লাভ, তাও খ্রীষ্টেরই জন্যে"।

খ্রীষ্ট সবার ও সার্বজনীন, সবারই অধিকার আছে তাকে জানার ও ভালবাসার। সকলের পরিত্রাণের জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সত্যকে প্রচার করতে সাধু পল সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে সচেতনভাবে সবদিকে দৃষ্টি রেখে মানুষের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করেছেন। অবিশ্বাসী মানুষের মাঝে খ্রীষ্ট বিশ্বাস জাগিয়েছেন। সবকিছুই সম্ভব করতে পেরেছেন খ্রীষ্ট প্রভুরই দ্বারা, তাঁর প্রতি ভালবাসার দ্বারা।

পল খ্রীষ্টের পক্ষে বিপুল সাহসের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন। এই যুদ্ধ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে, সত্য, সুন্দর ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে। তাই তিনি বলেছেন, "সংগ্রাম করেছি শুভ সংগ্রাম, শেষ করেছি নির্দিষ্ট দৌড়, অটুট রেখেছি আমার খ্রীষ্টবিশ্বাস"। তিনি সেদিনের ও আজকের প্রচারকর্মীদের এভাবে উৎসাহ দিয়ে বলেন, "আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি আমাদের সকলেরই মত তোমারও যে খ্রীষ্টবিশ্বাস আছে, তারই সক্রিয় প্রভাব তুমি যেন এই কথা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পার যে, খ্রীষ্টের সেবায় মঙ্গলকর কত কিছু করার ক্ষমতা আমাদেরও আছে। আমাদের পিতা পরমেশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের অনুগ্রহধন্য করুন। শান্তি ধন্য করুন"।

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

সফল প্রেরণকর্মী সাধু পল

–ব্রা: সিলভেষ্টার মৃধা, সিএসসি

ভূমিকা

প্রাক্তন সন্ধি ও নব সন্ধি এ নিয়ে পবিত্র বাইবেল রচিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রবক্তা, যীশুর প্রেরিত শিষ্য, ভক্তপ্রেরিত এবং যীশুর শিষ্য না হয়েও নব সন্ধি বা নতুন নিয়মের ২৭খানা ধর্মপত্রের ১৩টিই সাধু পলের লেখা। মতান্তরে হিব্রুদের কাছে পত্রের লেখকও পল বলে কথিত আছে। এক সময় যে শৌল খ্রষ্টিবিশ্বাসীদের অত্যাচারে অপমান এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন সেই শৌল যীশুর দর্শনপ্রাপ্ত হয়ে পল নামে পরিচিত হলেন এবং প্রেরণকর্মী হিসেবে নিজেকে স্বীকার করলেন ঃ "আমি আমার নই, আমি খ্রীষ্টের।" এমনকি নিজেকে ধিক্কার দিলেন ঃ "ধিক্ আমাকে, যদি না আমি মঙ্গলবাণী প্রচার করি"। সাধু পলের দৃঢ় মনোবল, ঈশ্বরের উপর আস্থা ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনগণের রোষানলে বা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও বাণী প্রচারে সফলতা এবং ঐশরাজ্য বিস্তারে অকুণ্ঠভাবে স্বজাতি/বিজাতি সকলের কাছে সহকর্মীদের সঙ্গে একযোগে শেষ পর্যন্ত বাণী প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন।

একজন সফল প্রেরণকর্মী হিসেবে অলৌকিক ঘটনা এবং যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যা কিছু প্রচার ও বলার ছিল অকুতোভয়ে সকলের কাছে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এজন্য সাধু পল চির স্মরণীয় বাণী প্রচারক হিসেবে ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

সাধু পলের বর্ষে তার চারটি মিশনারী যাত্রায় ৫০টিরও বেশী স্থানে জল ও স্থলে পরিভ্রমণ করে নতুন নতুন মণ্ডলী স্থাপন ও ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধ্যান-প্রার্থনা এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সাথে সাধু পলের বাণী প্রচারের নানাবিধ বিষয় ও কৌশল সহভাগিতা করছি।

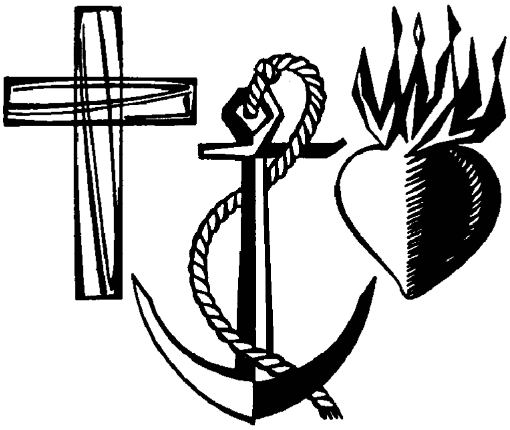

সাধু পলের বাণী প্রচারের কৌশল :

সাধু পল বেশ ভালভাবেই জানতেন যে, ঐশবাণী ঘোষণার কাজ খুব সহজ নয়। যে সব আত্মিক প্রেরণার কথা বিশ্বাস বিস্তারের আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর কথা যাদের উদ্দেশ্যে এবং যেখানে বলা হবে কি না বা গ্রহণীয় করার মত দৃঢ়তা ও কৌশল আত্মিক শক্তি লাভ করেই তাঁর প্রচার শুরু করেন। কৌশলগুলো হলো :

১। নম্রতা প্রকাশ ঃ

পরমেশ্বরের সেই শ্রুতিমধুর বাণী প্রচারে এ বিষয়ে তোমাদের অর্থাৎ উপস্থিত ভক্তদের কাছে উপস্থাপন করতে আমি কোন রকম লজ্জাই বোধ করি না (রোমীয় ১:১৬)। নিজের নম্রতা স্বীকার।

২। প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন ঃ

স্বজাতি ও বিজাতি সকলকেই তিনি প্রভু যীশুর নামে শান্তিপূর্ণ প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে তাদের হৃদয়গভীরে স্থান করে নিতে সচেষ্ট ছিলেন (১করি ১:২)।

৩। বিনীত অনুরোধ/অনুনয় ঃ

ভাই, তোমাদের কথাবার্তায় যেন একটা মতৈক্যের ভাব ফুটে ওঠে, তোমাদের মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র দলাদলি না থাকে, বরং একই মনোভাব, একই বিচার বিবেচনার বন্ধনে তোমরা যেন সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠ (১করি ১:১০)। যাদের মাঝে ঐশ বাণী প্রচার করবেন তাদের মন স্থির এবং বাণী শোনার মত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি সাধু পলের গুরুত্বপূর্ণ একটা কৌশল।

৪। প্রত্যাশা ও দৃঢ় মনোবল প্রদর্শন ঃ

সাধু পলের ভাষায় – আমরা পদে পদেই দুঃখকষ্ট পেয়ে থাকি; কিন্তু তবুও অভিভূত হই না, নির্যাতিত হই, কিন্তু নিঃসহায় হই না। ভূপাতি হই, কিন্তু বিনষ্ট হই না (২করি ৪:৮)। দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় বহন করতে পেরেই পল মাঝে মধ্যে উচট খেলেও থেমে যাননি।

৫। পিতৃত্বের অধিকার প্রদর্শন ঃ

সব মণ্ডলীর কাছে সাধু পল ছিলেন পিতৃতুল্য ভালবাসার সামিল। বিশেষ করে করিন্থীয়দের প্রতি তাঁর অপূর্ব পিতৃস্নেহ, নম্র, ব্যাকুল, ব্যথিত, ক্ষমাশীল আস্থাপূর্ণ, পরিপূর্ণ (২করি ১২:১৫,১৯,২১)। সন্তানদের পিতৃস্নেহ দ্বারা শাসন ও সোহাগ– দু'টোই একসঙ্গে করা সম্ভব, করিন্থীয়দের কাছে এমন উদার মনোভাবই তিনি প্রকাশ করেছেন।

৬। প্রার্থনায় এক মন, এক প্রাণ হয়ে নিবিষ্ট থাকা ঃ

আমাদের যত দুঃখ-দুর্ভোগে পিতা পরমেশ্বর সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন। আমাকে অন্তরাত্মা দিয়েও প্রার্থনা করতে হবে, মনটা দিয়েও প্রার্থনা করতে হবে। অন্তরাত্মা দিয়ে স্তুতিগান করতে হবে (১করি ১৪:১৫)। প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করার ক্ষমতা প্রার্থনারই ফল। সাধু পল পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণ শক্তি ও সাহস লাভের ইঙ্গিত প্রার্থনার মাধ্যমে সম্ভব বলে অবহিত করেছেন।

৭। ত্রিবিধ দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

সাধু পল নিজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন নীরব ধ্যান প্রার্থনায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঃ

(ক) কী প্রচার করব (খ) কাদের কাছে প্রচার করব (গ) কোথায় প্রচার করব। এ কৌশল এতই জোরালো খুরের মত ধাঁরালো ছিল যে, বাধাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও মনের উৎসাহ এবং প্রেরণ কাজের স্বাদ আস্বাদন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি কখনো। একথা থেকেই প্রতীয়মান হয় – পরমেশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিতদূত আমি পল, এই পত্র লিখছি তোমাদেরই কাছে, এফেসাস নগরে যারা পরমেশ্বরের ভক্তজন এবং খ্রীষ্ট যীশুর বিশ্বস্ত অনুগামী। এ শুধু নির্দিষ্ট নগর বা ভক্তজন নয়, ১৩খানা পুস্তক বা ধর্মপত্রে এমনটি সবক্ষেত্রে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন (এফেসীয় ১:১-২)।

৮। কর্তব্যজ্ঞান ঃ

সাধু পলের জ্ঞানগর্ভ কর্তব্য জ্ঞান এভাবে প্রকাশ করেছেন – তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ বিশ্বাসেরই গুণে। এ পরিত্রাণ পরমেশ্বরেরই দান – এতে কারো গর্ব করার কিছুই নেই। খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রিত হয়ে সৃষ্ট হয়েছি আমরা সেই সমস্ত সৎকর্ম করারই জন্যে যা পরমেশ্বর আগে থেকেই আমাদের নিত্য কর্তব্য বলে ঠিক করে রেখেছেন (এফেসীয় ২:৮-১০)।

৯। অলসতা পরিহার ঃ

বাণী প্রচারের অপরিহার্য কৌশলের একটি হচ্ছে আলস্য বর্জন। যে কাজ না করে তাকে যেন কেউ খেতে না দেয় এমন নির্দেশনা দিয়েছেন (২থেসা ৩:৬-১৩)।

১০। প্রচার কাজে সহযোগী মনোভাব ঃ

একা গড়ে না কেহ, গড়ে অনেকে মিলে। এ কথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন সাধু পল। ৫০টি স্থানের অধিক এলাকায় ঐশরাজ্য প্রচারে সহযাত্রী, সহপ্রচারক, সহলিপি/পত্রলেখক, সেবাকাজে সহযোগী ভ্রাতা-ভগিনী। এদের অনেকের নাম উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ – ৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লিস্ত্রা নগরে কিছুদিন থাকার পর সেখানকার খ্রীষ্টানদের মুখে তিমথির প্রশংসা শুনে তিনি তাঁকে সঙ্গী ও সহকর্মী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন

(শিষ্যচরিত ১৬:২)। তদ্রূপ তীত, আরিস্তাখর্স, জুলিয়াস, যাকোব, আকুইলা ও তার স্ত্রী প্রিসিল্লা, যুদা, সিলাস, বার্ণাবাস, যোহন, মার্ক, সিমোন ও আরো অনেকে। যেমন সাধু পল লিখেছেন ঃ "সেই পিতা পরমেশ্বর নিজেই যাকে নিযুক্ত করেছেন সেই পল, আমি এবং যে সব ধর্মভাই আমার সঙ্গে এখানে রয়েছেন; আমরা সবাই ..." (গালা ১:১-২)।

সাধু পলের উপদেশ ও শিক্ষা ঃ

উপাসনালয়ের জন্য ও দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে সাধু পল অক্লান্ত পরিশ্রম যেমন করেছেন তদ্রূপ বাণী প্রচারের পরিধি বিস্তারে নতুন মণ্ডলী স্থাপন ,আত্মিক বিষয়ে প্রেরণাদায়ী বিষয়ের সাথে খ্রীষ্ট যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান, তাঁর শিক্ষা ও কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজের কতগুলো সতর্ক বাণী, নীতিকথা ও শিক্ষা প্রদানের তৎপরতা দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

- একটি মাত্র মঙ্গলসমাচারই আছে (গালা ১:১-৯)।
- সব-কিছুর ওপর ভালবাসা (১করি ১৩:১-১৩)।
- পবিত্র আত্মার পথ জীবনেরই পথ (রোমীয় ৮:১-১৩)।
- খ্রীষ্টের সঙ্গে যার মিলন, পাপের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ (রোমীয় ৬:১-১৪)।
- নিজেকে নয়, পরকে খুশী করতে চেষ্টা কর (রোমীয় ১৫:১-৬)।
- খ্রীষ্টের ক্রুশ খ্রীষ্টবিশ্বাসীর একমাত্র গর্ব (গালা ৬:১১-১৮)।
- খ্রীষ্টমণ্ডলীতে ঐক্য বজায় রাখার আহবান (এফেসীয় ৪:১-৫)।
- খ্রীষ্টীয় বিবাহের রহস্যময় আদর্শ (এফেসীয় ৫:২১-৩০)।
- তোমরা সবাই খ্রীষ্টের সহমর্মী হও (ফিলিপ্পীয় ২:১-১১)।
- পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন উপদেশ (কলসীয় ৩:১৮-২৫)।
- প্রার্থনা সভায় নরনারীর বিভিন্ন কর্তব্য (১তিমথি ২:৮-১৫)।
- দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থাকার আহবান (১তিমথি ৬:১১-১৬)।
- তোমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান (গালা ৪:১-৬)।

ঈশ্বরের ভালবাসা আর অনুগ্রহ প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রভুকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতায় জীবন যাপনে সাধু পলের শিক্ষা ও উপদেশ গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

সাধু পলের হৃদয়স্পর্শী কথা ঃ

ফিলেমনের কাছে পল ও তিমথি একসঙ্গে পত্রে সহকর্মী ও ধর্মভাইদের উদ্দেশ্যে লেখেন ঃ আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি; আমাদের সকলেরই মতো তোমারও যে খ্রীষ্ট বিশ্বাস আছে, তারই সক্রিয় প্রভাব তুমি যেন এই কথা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পার যে, খ্রীষ্টের সেবায় মঙ্গলকর কত কিছু করার ক্ষমতা আমাদেরও আছে। ভক্তদের প্রতি তোমার ভালবাসার কথা শুনে গভীর আনন্দ ও সান্ত্বনা পেয়েছি আমি, তুমি তো, ভাই, তাদের প্রাণ সত্যিই জুড়িয়ে দিয়েছ (ফিলেমন ১:৬-৭)। আমাদের পিতা পরমেশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের অনুগ্রহধন্য করুন, শান্তিধন্য করুন।

উপসংহার ঃ

ধর্ম ও ঐশরাজ্য বিস্তারে সফল প্রেরণকর্মী সাধু পল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন দাস হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে প্রচার কাজে সর্বপ্রকার অত্যাচার, নিপীড়ন নীরবে সহ্য করেছেন। আমৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বন্দী হয়ে জেলে বসেও প্রচার কাজে কোন প্রকার অবহেলা বা ক্লান্ত হয়ে পড়েননি। নির্ভীক সৈনিকের মত অর্জিত মহৎ দায়িত্বগুলো নিষ্ঠার সাথে বিশ্বস্তভাবে পালন করেছেন। পবিত্র আত্মার সহায়তা ও শক্তির উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অকৃপণভাবে সহকর্মীদের সাথে নিয়ে দুর্গম এলাকায় প্রভুর বাণীর সেবা করেছেন।

সাধু পলের উদ্যম ও উৎসাহ, খ্রীষ্টবিশ্বাসী ঐশ জনগণ হিসেবে আমাদের শত-সহস্র অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আর সে কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ঃ "ধিক্, আমাকে, আমি যদি মঙ্গলসমাচার প্রচার না করি"। আমাদের জন্য তাঁর আশীষ বাণী – "প্রভু তোমাদের অন্তরে নিত্য বিরাজিত থাকুন। ঐশ অনুগ্রহ তোমাদের সর্বদাই ঘিরে রাখুক"।

সাধু পলের শিক্ষানুসারে খ্রীষ্টীয় পারিবারিক জীবন

'তোমার দেহ হল পবিত্র আত্মার মন্দির' (১করি ৬:১৯)

পরিবার

পরিবার হচ্ছে মানব সভ্যতার আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণ অর্থে, পরিবার হচ্ছে এমন একটি ভালবাসার বন্ধন যেখানে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, স্বামী বা স্ত্রীর পিতামাতা ও ভাইবোনগণ একত্রে বসবাস ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবন-যাপন করে থাকে। খ্রীষ্টমণ্ডলীতে পরিবারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো ব্যাপক। কেননা মণ্ডলীকে একে সংস্কারীয় সম্মানে ভূষিত করে। একজন ছেলে ও মেয়ে স্বেচ্ছায় সম্মত হয়ে বিবাহ সংস্কারের মধ্য দিয়ে পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের সামনে শপথ গ্রহণ করেন। তাই বলা হয়, খ্রীষ্টীয় পরিবার গঠনের পেছনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ভালবাসা বড় হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। এজন্য মণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবার শুধুমাত্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নয় বরং খ্রীষ্টের দেহের অংশ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

গৃহমণ্ডলী

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় পরিবারকে গৃহমণ্ডলী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যখনই আমরা মণ্ডলীর কথা শুনি তখন আমরা বুঝি যে, সেখানে কিছু সদস্য রয়েছে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কও বিদ্যমান। পরিবারে আমরা দেখি যে, পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যদের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের সবার মিলনে স্থাপিত হয় একটি পরিবার। পরিবারের প্রতিটি সদস্যেরই গুরুত্ব রয়েছে। তাদের সম্মিলিত সেবার ফলেই একটি পরিবার সত্যিকার অর্থে আদর্শ গৃহমণ্ডলী রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়।

সাধু পল এফেসীয়দের কাছে তার পত্রে পরিবারকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলীর রহস্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। খ্রীষ্টমণ্ডলী হচ্ছে, সেই জনগণ যারা দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের নামে একত্রিত

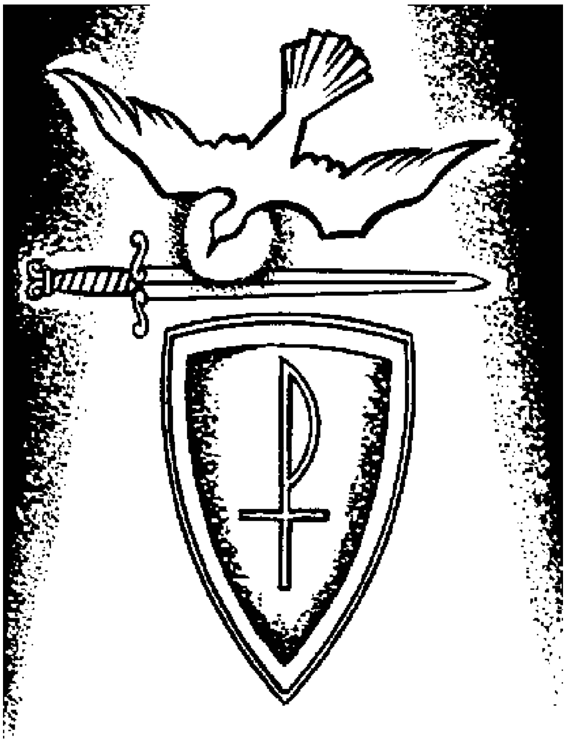

হন। এই মণ্ডলীর মস্তক বা প্রধান হচ্ছেন যীশু খ্রীষ্ট। আর দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিরা হচ্ছেন তার দেহ। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের ফলেই দেহ সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। দেহের কোন অঙ্গই গুরুত্বহীন নয়; বরং দেহের জন্য সব অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ অর্থাৎ ভক্তবৃন্দ তাদের আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ অনুসারে বিভিন্ন সেবা কাজে নিয়োজিত থাকেন।

পরিবারের আধ্যাত্মিক রহস্য

একই ভাবে সাধু পল এই পত্রে খ্রীষ্টমণ্ডলীর এই রহস্যকে পারিবারিক জীবনেও তা প্রয়োগ করেন।

পরিবারকে তিনি মস্তক ও দেহের সাথে তুলনা করেন। এজন্য পরিবারকে গৃহমণ্ডলীও বলা হয়। তিনি বলেন, গৃহমণ্ডলী বা স্ত্রীর মস্তক হচ্ছেন স্বামী। স্বামী ও স্ত্রী মিলে গড়ে তোলে একটি পূর্ণাঙ্গ দেহ; তারা হয়ে ওঠে এক সত্ত্বা। এই মস্তক ও দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলাদা আলাদা দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। তাদের গুরুত্ব কোনভাবেই খাটো করে দেখা চলে না। সাধু পল স্বামীকে মস্তক হিসাবে তুলনা করে এটা বুঝান না যে, সে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব ফলাবে, কড়া শাসন করবে বা নিজের ইচ্ছামতো যা খুশী তাই করে বেড়াবে। বরং তাদেরকে আহ্বান জানান, খ্রীষ্ট যে ভূমিকা মস্তক হিসাবে পালন করেছেন, স্বামীগণও একই ধরনের ভূমিকা যেন পালন করেন। আমরা দেখি যে, খ্রীষ্ট তার দেহকে আন্তরিকভাবে ভালবেসেছেন, সেবা করছেন, পবিত্র করেছেন, এমনকি নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, এখনো তার দেহের যত্ন তিনি নিয়ে যাচ্ছেন। তেমনিভাবে, স্বামী পরিবারের মস্তক হিসাবে তার দেহকে অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ, নিরাপত্তা বিধান করা, এমনকি প্রয়োজনে পরিবারের স্বার্থে নিজের সবকিছু বিসর্জন দেয়ার জন্য সাধু পল আহ্বান করছেন।

অন্যদিকে, সাধু পল শিক্ষা দেন যে, স্ত্রীগণের দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর বাধ্য থাকা, তাদের শ্রদ্ধা-সম্মান করা এবং স্বামীকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা। তিনি আরো আহ্বান জানান যে, তারা উভয়ই যেন উভয়কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা, আত্মদান ও জীবন উৎসর্গ করেন। সন্তান জন্মদান ও তাদের ভরণপোষণ করা, তাদেরকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা পিতামাতাদের অন্যতম প্রধান ও প্রাথমিক দায়িত্ব। সন্তান যদি সুন্দরভাবে বেড়ে না উঠে, তাহলে তার জন্য পিতামাতাকেই অধিকাংশ সময় দায়ী করা হয়। এজন্য সাধু পল বলেন, 'পিতারা, তোমরা কিন্তু তোমাদের সন্তানদের রাগিয়ে তুলো না; বরং প্রভুরই শিক্ষা ও শাসনের আদর্শে তাদের মানুষ ক'রে তোল' (এফেসীয় ৬:৪)। অন্যদিকে, সাধু পল সন্তানদের বলছেন, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা যেন তাদের পিতামাতার কথা মেনে চলে; তাদের সম্মান করে (এফেসীয়৬:১-২) এবং একই সাথে তাদের বৃদ্ধ বয়সে তাদের যত্ন করার আহ্বান জানান। পিতামাতা তাদের যে শিক্ষা দেন, তা নিজের জীবনে গ্রহণ করা তাদের একান্ত কর্তব্য। আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, আমরা নিজেদের দিকে একটু তাকাই এবং প্রশ্ন করি, পরিবারের পিতা হিসাবে, মাতা হিসাবে বা সন্তান হিসাবে আমার যে দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তা কি আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করছি ? নাকি নিজের ইচ্ছামতো স্বার্থপরের মতো জীবন-যাপন করছি ?

পরিবার শিক্ষালয়

পরিবারকে বলা হয় প্রধান ও প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। প্রয়াত পোপ ২য় জনপল বলেন, পরিবার হচ্ছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর শিক্ষক-শিক্ষিকা হচ্ছেন পিতামাতা ও অন্যান্য সদস্যগণ। কেননা, সমাজবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, একজন শিশু ১ থেকে ৫/৬ বছরের মধ্যে যা শিখে তাই তাকে সারা জীবন পরিচালিত করে। পরবর্তীতে সে সমস্ত শিক্ষার উপর প্রলেপ দেয়া হয় মাত্র। পরিবারে পিতামাতাগণ শুধুমাত্র কথা দিয়েই শিক্ষা দেন না বরং তাদের জীবনাচরণ দিয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সন্তানদের শুধু ভালবাসা দিলেই সন্তানকে মানুষ করা যায় না বরং ভালবাসার সাথে শাসনও দরকার হয়। অন্যথায়, সন্তানদের মন্দ পথে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবার ভিত্তিভূমি হিসাবে কাজ করে।

প্রথমত, পিতামাতার কাছ থেকেই সন্তানগণ

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি পেয়ে থাকে। পিতামাতা যদি নিয়মিত প্রার্থনা করেন এবং সন্তানদের তা করতে শিক্ষা দেন, তাহলে সন্তানগণ অবশ্যই সেই শিক্ষা লাভ করে থাকে। অন্যদিকে, পিতামাতা যদি প্রার্থনার প্রতি উদাসীন থাকেন, তাহলে সন্তানগণও তাই হয়ে থাকে (সন্ধ্যায় জপমালা প্রার্থনা)।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রেও পরিবার তথা পিতামাতার ভূমিকা অপরিসীম। পিতামাতা অশিক্ষিত হলেও তাদের যদি সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রবল ইচ্ছা ও মনোযোগী হন, তাহলে তাদের সন্তানও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। আমাদের সামনে এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে। অন্যদিকে, পিতামাতার উদাসীনতার কারণে শিক্ষিত ঘরের সন্তানও শিক্ষিত নাও হতে পারে ।

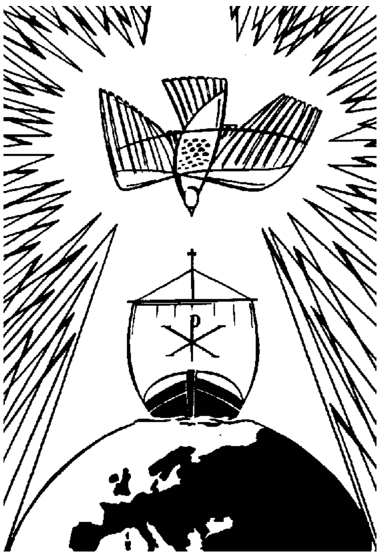

তৃতীয়ত, একটি শিশু জীবন আচরণ ও নৈতিক শিক্ষাও সে লাভ করে পরিবার থেকে। পরিবারই শিক্ষা দেয় কার সাথে তাকে কেমন আচরণ করতে হবে ? অন্যদিকে, তার কি করা উচিত বা উচিত নয়, তা সে পিতামাতা বা গুরুজনদের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করে থাকে।

চতুর্থত, শিশুর বিভিন্ন সুপ্ত গুণাবলীর অধিকাংশ বিকাশ ঘটে পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনায়। একই সাথে পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা পরিবার থেকেই জ্ঞান লাভ করে।

দাম্পত্য বিশ্বস্ততা

পারিবারিক জীবনে দাম্পত্য মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের ভালবাসার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে এই দাম্পত্য মিলন। এর মধ্য দিয়ে তারা একে অন্যকে পুরোপুরিভাবে আত্মদান করে থাকে। এই সম্পর্কে করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের প্রথম পত্রে তিনি শিক্ষা দেন, 'স্ত্রীর দেহ, স্ত্রীর অধিকারে নয়, তার স্বামীরই; তেমনি স্বামীর দেহও স্বামীর অধিকারে নয়, তার স্ত্রীরই' (এফেসীয় ৭:৪)। তবে এই মিলন শুধুমাত্র দৈহিক কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং দেহ-মন-আত্মার পূর্ণাঙ্গ মিলন হতে হয়। অন্যথায়, একে অন্যের দেহ – যা পবিত্র আত্মার মন্দির তাকে অমর্যাদা করা হয়। এই মিলনের জন্য তাদের মধ্যে অবশ্যই বিশ্বস্ততা, ভালবাসা, আন্তরিকতা, ইচ্ছা, প্রস্তুতি ও উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি থাকতে হবে। অন্যদিকে, সাধু পল বলেন, স্বামী-স্ত্রীগণ যেন এক অন্যকে ছেড়ে চলে না যান (১করিন্থীয় ৭:১০)। এখানে বিবাহিত জীবনে অবিচ্ছেদ্যতার কথা বলা হয়েছে। তাই খ্রীষ্ট বিবাহ শুধুমাত্র একটি সামাজিক বন্ধনই নয় বরং একটি সন্ধি যা বিচ্ছিন্ন হয় না। ঈশ্বর যেমন ইস্রায়েল জাতির সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং তিনি সেই সন্ধিতে চির বিশ্বস্ত। স্বামী ও স্ত্রীকে একই বিশ্বস্ত থাকার জন্য সাধু পল এখানে আহ্বান জানাচ্ছেন।

কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় খ্রীষ্টীয় পরিবার ও বিবাহিত জীবন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বর্তমান পৃথিবী বিবাহিত জীবনকে শুধুমাত্র ভোগ-বিলাসিতা ও জৈবিক চাহিদা পূরণই এর মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই জীবনকে বিভিন্ন রঙের তুলিতে বাস্তবতা ও আসল শিক্ষা থেকে অনেক উর্ধ্বে দেখানো হচ্ছে। ফলে খ্রীষ্টান দম্পতিগণ খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে অনেক সময় বর্তমান জগতে উপস্থাপিত মূল্যবোধকে গ্রহণ করছে। জগতে মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তারা মনে করে যে, তাদের দেহ তাদের অধিকারে; তাই তাদের এই দেহ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের সমাজে আমরা দেখি যে, অনেক স্বামী অতি সহজেই অন্য নারীর কাছে যাচ্ছে। আবার অনেক স্ত্রীও অন্য পুরুষের কাছে যেতে দ্বিধাবোধ করছে না। তারা তাদের বিবাহিত সন্ধির কথা ভুলে অন্য পুরুষ বা নারীর হাত ধরে চলে যেতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে। এটি

মানব জাতির সবচেয়ে খারাপ পাপগুলোর অন্যতম। আর এই ব্যাপারে সাধু পলের শিক্ষা খুবই পরিষ্কার। তিনি বলেন, 'মানুষ আর যে কোন পাপই করুক না কেন, সে সব পাপ দেহের বাইরে। কিন্তু ব্যভিচার যে করে, সে আপন দেহের বিরুদ্ধে গিয়েই পাপ করে' (১করিন্থীয় ৬:১৮)। কিন্তু আমাদের দেহ হচ্ছে স্বয়ং পবিত্র আত্মারই মন্দির। এই ব্যভিচারের মধ্য দিয়ে মানুষ পবিত্র আত্মার মন্দিরের বিরুদ্ধেই পাপ করে থাকে। তাই সাধু পল এই মহাপাপ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার আহ্বান জানান এবং একই সাথে এই দেহ দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের আহ্বান করেন (১করিন্থীয় ৬:১৯-২০)।

দম্পতিগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পেছনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে তা হচ্ছে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়া। বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য প্রতিজ্ঞা নিয়ে থাকে। প্রতিজ্ঞাটি হলো 'আমি ... সুখে-দুঃখে বিশ্বস্ত থাকব'। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে তারা তা মনে রাখে না এবং সেভাবে জীবন যাপনও করে না। বর্তমান সময়ে টেলিভিশনের প্রভাবে একে অন্যের প্রতি অবিশ্বস্তের সংখ্যা যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবারগুলোও দিন দিন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকার আত্মদান অনেকাংশেই দেখা যায় না। ফলে সন্তানগণ এই কারণে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তাদের অনেক কষ্টে জীবন যাপন করতে হয়। কেননা পিতামাতার মধ্যে যদি সুসম্পর্ক না থাকে তাহলে সন্তানদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। এজন্যই অনেক সন্তান বিপথে পা বাড়ায়। বাড়িতে শান্তি ও ভালবাসা না পেয়ে নেশা বা অন্য কোন মন্দতার দ্বারা জীবনে সুখ-শান্তি খুঁজতে চায়। তখনই তাদের জীবনে অধঃপতন নেমে আসে এবং অনেক মূল্যবান জীবন নষ্ট হয়ে যায়। আজকে আমরা আমাদের দাম্পত্য জীবন এবং সন্তানদের উপর এর প্রভাব একটু মূল্যায়ন করতে পারি।

পরিবারের দায়িত্ব

বর্তমান এরূপ পরিস্থিতিতে পরিবারের ভূমিকা অনেকগুণ বেড়ে গেছে কেননা বর্তমানে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও ভোগবাদ সর্বত্র যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা থেকে পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করার জন্য পরিবারের ভূমিকা আরো ব্যাপক ও সক্রিয় করা উচিত। একমাত্র আদর্শ পিতামাতা ও সুন্দর পারিবারিক পরিবেশই পারে এই সমস্ত মন্দতা থেকে তার সদস্যদের রক্ষা করতে। এজন্য কতগুলো বিষয় জোর দিলে ভাল।

১) পিতামাতাকে তাদের সন্তানের সামনে আদর্শ হিসাবে নিজেদের উপস্থাপিত করা।
২) ছেলেমেয়েদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, শিক্ষার জন্যও পিতামাতাকে সক্রিয় হতে হয়।
৩) সন্তানদের অনুভব করতে দিতে হবে তারা তাদেরকে ভালবাসেন এবং তাদের জন্য পিতামাতাগণ অনেক কষ্টস্বীকার করছেন।
৪) তাদের সাথে খোলামেলা সম্পর্ক স্থাপন করা যাতে সন্তানগণ সহজেই তাদের সমস্যার কথা পিতামাতার কাছে প্রকাশ করতে পারে।
৫) পিতামাতার মধ্যে সুসম্পর্ক একান্ত আবশ্যক।
৬) ছেলেমেয়েদের মঙ্গলার্থে প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণে যত্নবান হওয়া।

– ফাদার ইম্মানুয়েল রোজারিও